পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ ও বিধায়কদের প্রতি আবেদন

মাননীয় জনপ্রতিনিধি,

আপনারা অবহিত আছেন যে শিল্পায়নের স্বার্থে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক, অন্ধ্র বা ওড়িশার মত এরাজ্যেও দেশী ও বিদেশী পুঁজি আকর্ষণ করার নানাবিধ সরকারি প্রচেষ্টা চলছে। শিল্পায়ন যে এ রাজ্যেও দরকার এ বক্তব্যে বোধহয় কারোরই দ্বিমত নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, কোন পথে এই শিল্পায়ন। শিল্প পরিকাঠামোহীন কোনো রাজ্য নতুন করে শিল্প পরিকাঠামো গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিতেই পারে, কিন্তু আমাদের মতন শিল্প কাঠামো রয়েছে যে রাজ্যে সেখানে নতুন কারখানা ও পরিকাঠামো তৈরিটাই শিল্পায়নের একমাত্র পথ হতে পারে না বলে আমাদের মনে হয়। রাজ্যে আজ ৫৫ হাজার রুগ্ন ও বন্ধ কারখানা (সেন্টার ফর মনিটারিং অ্যাণ্ড রিসার্চ '৯৪ এবং '৯২-'৯৩ এর বন্ধ রুগ্ন শিল্পের এস এস আই সেন্সাস অনুযায়ী)।

চাহিদা ও উৎপাদনের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া বদলের সাথে সাথে শিল্পের কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস করার প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার। এর জন্যে প্রয়োজন বিস্তারিত সমীক্ষা ও মনোযোগী উদ্যোগের।—এটাই আমাদের রাজ্যে অবহেলিত থেকে যাচ্ছে বলে আমরা লক্ষ্য করছি। নানান সরকারি বিবৃতি থাকলেও এরাজ্যে প্রয়োজন একটি জোরালো সিদ্ধান্ত-ভিত্তিক সরকারি নীতির।

জমি, শেড, মেশিন ও দক্ষ শ্রমিকের মধ্যে এখনও অন্ততঃ কয়েকটি এ রাজ্যের অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়। শূণ্য থেকে শুরু করার চাইতে শিল্পায়নের রাস্তায় এই অবস্থান যে অনেকটাই এগিয়ে থাকা—সেটা রাজ্যের স্বার্থেই আমাদের স্বীকার করে পথ চলা শুরু করা উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প পুনর্গঠনের মন্ত্রী আছেন, মন্ত্রক আছে—নেই কোন ডাইরেক্টরেট। শিল্প পুনর্গঠনের জন্যে গত দুবছর বাজেটে টাকার বরাদ্দ আছে, কর ছাড়, ভর্তুকি আছে—নেই কোনো পরিকল্পনা, নেই কোনো বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ, নেই সে টাকা কাজে লাগানোর কোনো উদ্যোগ। অথচ অন্যদিকে শিল্পায়নের নামে চলছে শিল্প-কারখানা মালিকদের পাইয়ে দেবার, সুবিধে করে দেবার ঢালাও সরকারি ব্যবস্থা—বিক্রয় কর ছাড়, পাওনাদারদের পাওনা থেকে অব্যাহতি, শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া বেতন ও ই এস আই প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা দেওয়া থেকে অব্যাহতি, কারখানার জমি প্রমোটারি ব্যবসায় লাগানোর সুযোগ ইত্যাদি। এ সমস্তই করা হচ্ছে রুগ্নশিল্প 'ত্রাণের' উদ্দেশ্যে এবং ত্রাণপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে সরকারি তকমা লাগানো হচ্ছে 'রিলিফ আন্ডারটেকিং' নামে। **অথচ এই সমস্ত 'ত্রাণের টাকা' শুধু মালিকদেরই পকেট ভারী করছে—বিক্ষিপ্ত দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া একটি শিল্পও আজ পর্যন্ত পুনরুজ্জীবিত হয়নি এই রকম 'ত্রাণের' ফলে, পাওনাদার বা শ্রমিক কর্মচারীদের পাওনাগন্ডা মেটেনি, ঘোচেনি তাদের দুর্দশা। বরং সরকারি বদান্যতায়, কলকারখানার অবশিষ্ট সম্পদ যা আছে সব লুটপাট করে, কারখানা পুরোপুরি উচ্ছন্নে দিয়ে, নিরাপদে চম্পট দিতে পেরেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা। এই অবস্থার প্রতিকার চেয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে এই আবেদন।**

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের প্রকৃত অবস্থা কি এবং কোন পথে শিল্পে পুনরুজ্জীবন সম্ভব হতে পারে সেই বিষয়ে সম্প্রতি শিল্প-শ্রমিক-পরিবেশ সংক্রান্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'নাগরিক মঞ্চ' একটি বেসরকারি তদন্ত কমিটি গঠন করে। এই কমিটিতে ছিলেন শিল্প-অর্থনীতি-প্রযুক্তি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা। এই বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টটি জমা দেবার জন্য নাগরিক মঞ্চ পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী অসীম দাশগুপ্তের কাছে গত ১৪ সেপ্টেম্বর '৯৯ একটি চিঠি দিয়ে সময় প্রার্থনা করে। কোনো উত্তর না পেয়ে ২০ সেপ্টেম্বর রিপোর্টটি জমা দেওয়া হয়। গত ৩ অক্টোবর আবারও একটি চিঠি দিয়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য সময় চাওয়া হয়। কোন আলোচনা দূরে থাক তার প্রাপ্তি সংবাদ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি সরকারের কাছ থেকে। বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং জাতীয় সংবাদ মাধ্যমে সেই রিপোর্টের আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে, অথচ আমাদের সরকার নিরুত্তর নিশ্চুপ।

স্মরণ করা যেতে পারে যে চলতি আর্থিক বছরে রুগ্ন শিল্প পুনরুজ্জীবন বাবদ রাজ্য বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গত আর্থিক বছরে এই বরাদ্দ ছিল ৫০ কোটি টাকা। এই বরাদ্দ থেকে গত বছর, কিম্বা চলতি বছরে এক পয়সাও খরচ হয়েছে কি শিল্প পুনরুজ্জীবন বা পুনর্গঠন প্রকল্পে? যদি হয়ে থাকে কোন উদ্দেশ্যে কিভাবে খরচ হয়েছে, কেই বা খরচ করল তার কোন হিসেব দিতে আজ পর্য্যন্ত রাজ্য সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। আজ পর্য্যন্ত রিলিফ আন্ডারটেকিং-এ বিক্রয় কর ছাড়, পাওনা মকুব, মালিকদের প্রমোটারির জন্য কারখানার জমি ব্যবহারের সুযোগ ইত্যাদি ইত্যাদি যেসব 'ত্রাণকার্য' করা হয়েছে রুগ্ন শিল্প তাজা করার নামে, তার আর্থিক পরিমাণ কত? তার মধ্যে কত পয়সা কিভাবে ব্যবহার হয়েছে রুগ্ন কারখানা সুস্থ করার জন্য? কতগুলি কারখানা সত্যি সত্যিই সুস্থ হল? এইসব ত্রাণের বিপুল টাকা মালিকদের হাতে আসা সত্ত্বেও শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা ই এস আই প্রভিডেন্ট ফান্ডের বকেয়া কত? এই সমস্ত কোনো হিসেব আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। রাজ্য সরকারের কোন মাথাব্যথাই নেই এইসব ব্যাপারে। রুগ্ন শিল্পে 'ত্রাণ' বলতে সরকার বোঝে 'মালিকদের ত্রাণ', যে মালিকরা সরকারি আনুকূল্যে, প্রতিষ্ঠানের শেষ সম্বলটুকুও আত্মসাৎ করে কারখানা উচ্ছেদ করে চম্পট দিতে পারছে। আর অনাহার-মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ। আরো আশ্চর্য্য, সরকারি প্রতিবেদন থেকে প্রায়ই মনে হয় যে রুগ্ন শিল্প বলতে বোঝায় শুধুমাত্র ২৬-২৭টি রাজ্য সরকারের অধীন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প। বাকী শিল্পসংস্থাগুলোর (সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্র নিয়ে তাদের মোট সংখ্যা ৫৫ হাজার) কি হল তার হিসেব মেলে না।

এমত অবস্থায় আমাদের বিনীত নিবেদন, নাগরিক মঞ্চের পেশ করা রাজ্যের শিল্পক্ষেত্র ও শিল্প পুনর্গঠনের রিপোর্টটি বিবেচিত হোক, যথাযথ আলোচনা সহ। এই রিপোর্টের নিম্নবর্ণিত মূল সুপারিশগুলি কার্যকর করা হোক অবিলম্বে ঃ

(১) **অবিলম্বে রুগ্ন শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য রাজ্য সরকারের আলাদা ডাইরেক্টরেট চালু করতে হবে।** তা নাহলে সরকারি নীতি হাতে কলমে কার্যকর করবে কে?

(২) **রিলিফ আন্ডারটেকিং-এর নাম করে মালিকদের পাইয়ে দেবার নীতি চালু রাখা চলবে না, শ্রমিক ও শিল্প উচ্ছন্নে দিয়ে।** প্রত্যেকটি রিলিফ আন্ডারটেকিং-এ রিলিফের পরিমাণ কত, তার কত অংশ কিভাবে খরচ হয়েছে রুগ্ন শিল্প সুস্থ করার জন্য, প্রকৃতপক্ষে কোন কোন প্রতিষ্ঠান রুগ্নতা কাটিয়ে উঠেছে এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের ও অন্যান্য পাওনাদারদের পাওনা কত বাকী পড়ে আছে তার পূর্ণ হিসাব চাই রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। রিলিফের অপব্যবহার করলে তার উপযুক্ত শাস্তি চাই, বকেয়া আদায়ের দায়িত্ব হবে রাজ্য সরকারের। উপযুক্ত ক্ষেত্রে 'রিলিফ আন্ডারটেকিং' এর সুবিধা প্রত্যাহার করতে হবে।

(৩) **প্রত্যেকটি পুনরুজ্জীবন প্রকল্পের খরচ ও ব্যয়-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরীক্ষা করতে হবে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দিয়ে।** সাহায্যপ্রাপ্ত বা পুনরুজ্জীবন প্রকল্পভুক্ত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক কস্ট অডিটের ব্যবস্থা চাই।

(৪) যে সব ক্ষেত্রে কোনমতেই রুগ্নতা দূর করা সম্ভব নয় সেই সব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের পুনর্বাসন ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নিতে হবে রাজ্য সরকারকে। এই বিষয়ে অর্থনৈতিক দায়দায়িত্বের অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকেও বহন করতে হবে।

(৫) **শ্রমিক-কর্মচারীদের সুযোগ দিতে হবে শিল্প পুনরুজ্জীবনের প্রকল্প পেশ করার জন্য।** বর্তমান ব্যবস্থায় অন্য সমস্ত পথ বিফল হলে তবেই শ্রমিকদের এই সুযোগ মেলে।

(৬) **প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ব্যবস্থায় শ্রমিক-কর্মচারীর অংশগ্রহণ চাই রুগ্ন শিল্পের ক্ষেত্রে।** তার মানে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এ ইউনিয়ন নেতাদের প্রতিনিধিত্ব নয়। প্রকৃত শ্রমিকদের পরিচালনার অংশীদার হতে হবে—প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের পরিচালনা ব্যবস্থা থেকে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস পর্য্যন্ত। জাপানের 'কোয়ালিটি সার্কেলের' মতন কারখানার প্রতি বিভাগে উৎপাদন-পরিষেবা-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ-উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য দরকার শ্রমিকদের পরিচালনায় অংশ নেওয়া।

(৭) মালিক এবং সরকার পক্ষ যেখানে পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা দিতে পারছে না, সেখানে শ্রমিক-কর্মচারীদের সুযোগ দিতে হবে মালিকানা ও পরিচালনা অধিগ্রহণের, রাজ্যসরকার ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায়।

(৮) **উদারীকরণের নাম করে শ্রমিক কর্মচারীদের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা খর্ব করা চলবে না কোনমতেই।** মনে রাখতে হবে, পশ্চিমী দেশগুলির বিপুল সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা ফলেই তাদের অর্থনীতি এত শক্তিশালী, আর্ন্তজাতিক বাজারে তাদের পণ্য ও পরিষেবা এত উৎকৃষ্ট এবং প্রতিযোগিতার শীর্ষে।

(৯) সরকার ও আর্থিক সংস্থা মনোনীত যেসব প্রতিনিধিরা বোর্ড অফ ডিরেক্টরসে থাকবেন তাদের দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে স্থির করতে হবে। দায়-দায়িত্ব অপব্যবহারের পরিণামে শাস্তির ব্যবস্থাও চালু রাখতে হবে। আমলাদের বদলে বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধি মনোনীত করতে হবে।

(১০) **প্রযুক্তি উন্নয়ন ও শ্রমিক-কর্মচারী প্রশিক্ষণের ব্যাপক ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন।**

(১১) বিভিন্ন শিল্পে উপযুক্ত নীতি ও ব্যবস্থা চাই তাদের পুনরুজ্জীবনে। যেমন ঃ

পাটশিল্পে : রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সরকারি উদ্যোগে পাইকারি বাজার স্থাপন, পাটের সুতো ও পাটজাত দ্রব্যের স্থানীয় চাহিদা মেটাবার জন্য সরকারী উদ্যোগে, মিলিত উদ্যোগে ছোট ও মাঝারি মিল স্থাপন।

কাগজশিল্পে : উন্নত এবং পরিবেশহিতৈষী কাগজ উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন, পাটকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে।

চর্মশিল্পে : কলকাতা চর্মনগরীর পরিকাঠামো গড়ে তোলা, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় চাহিদার জন্য ছোট/মাঝারি ট্যানারি স্থাপন।

এঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুশিল্পে : রোলিং মিল ও ফাউন্ড্রিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের প্রবর্তন, একাধিক রুগ্ন কারখানার সমন্বয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন, উপযুক্ত ক্যাপাসিটি প্ল্যান ও চাহিদা-উৎপাদন ক্ষমতার সামঞ্জস্য বিধান, বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর মূল্য এবং মাশুলের সমীক্ষা ও উপযুক্ত মূল্য ও সরবরাহ নীতি, কাঁচামাল যোগান ও চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি ইত্যাদি।

শিল্পের এই বর্তমান সংকটে আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করি, আমাদের প্রস্তাবসমূহ কার্যকর করার জন্য।

[উপরোক্ত রিপোর্টের কপি সাংসদ ও বিধায়করা সংগ্রহ করতে পারেন এই ঠিকানা থেকে :
নাগরিক মঞ্চ। ১৩৪ বি, রুম : ৭এ, রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০৮৫
ফোন : ৩৫৩-১৯২১, ৩৫০-৮৪১২ ; ফ্যাক্স : ৩৫০-৪৮৬৪]

ইতি
বিনীত

নব দত্ত
সাধারণ সম্পাদক, নাগরিক মঞ্চ
২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯